নববিবাহিতাকে খুন করে মৃতদেহ পুড়িয়ে দিল শ্বশুরবাড়ির লোকেরা

মিলন পণ্ডা, মারিশদা

দাবি মত পণের টাকা না পাওয়ায় মাত্র পাঁচ মাস আগে বিবাহিত এক গৃহবধূকে খুন করে তাঁর মৃতদেহ কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে দিল শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। স্থানীয়দের থেকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ওই গৃহবধূর অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার করেছে মারিশদা থানার পুলিশ। ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অপরাধে মৃতার শাশুড়ি কাজল শ্যামল ও বিবাহিতা ননদ বীণা দাসকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি-৩ ব্লকের দামাই-এর বাসিন্দা পঞ্চানন শ্যামলের সাথে গত পাঁচ মাস আগে বিয়ে হয় ধাউড়িয়াবাড় গ্রামের অনুপমা মান্না(১৯)এর সাথে। মৃতার ভাই সুমিত মান্না জানান, কর্মসূত্রে জামাই পঞ্চানন কেরালায় থাকে। বিয়ের কয়েকদিন পরেই পঞ্চানন কেরালায় চলে যায়। সুমিতবাবু জানিয়েছেন, ধামাই-এর শ্বশুরবাড়িতে অনুপমার শাশুড়ি কাজল শ্যামল ও স্বামী পরিত্যক্তা বিবাহিতা ননদ বীণা দাসের সাথে থাকতো অনুপমা। মৃতার ভাইয়ের অভিযোগ, বিয়ের সময় দাবিমত টাকা-গহনা দেবার পরেও দিদির শাশুড়ি ও তাঁর ননদ বিভিন্ন সময় আরও টাকা দাবি করত। সুমিতের আরও অভিযোগ, দাবি পূরণ না হওয়ায় দিদিকে মারধর করত তারা। জানিয়েছেন, বুধবার রাতেও দিদিকে মারধর করে তাঁর শাশুড়ি ও ননদ।এদের অত্যাচারে দিদি মারা গেলে প্রমাণ ঢাকতে তাঁর মৃতদেহ বাথরুমের ভেতরে নিয়ে গিয়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঘটনার তদন্তের দায়িত্বে থাকা মারিশদা থানার অফিসার শান্তিময় নন্দী জানিয়েছেন, এলাকাবাসীর থেকে

এক গৃহবধূর গায়ের আগুন লাগানোর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যাই। সেখান থেকে এই মহিলার অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ধৃতদের দাবি, তাদের গৃহবধূ নিজেই গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে বাথরুমের ভেতরে ঢুকে গায়ে আগুন লাগিয়ে নেয়। ঘটনাটিকে ঘিরে এলাকায় চঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। পুলিশ ধৃতদের বৃহস্পতিবার কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করে। আদালত এদের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। অপরদিকে, সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে পণের দাবিতে একের পর এক গৃহবধূকে খুনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসায় সারা জেলা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ধরণের ঘটনা রুখতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত কঠিন শাস্তির দাবি উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে।

তিনটি পা ও দুটি লিঙ্গ নিয়ে কাঁথিতে জন্ম অদ্ভুত দর্শনের এক শিশুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ বৃহস্পতিবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে দেখা দেয় একটি গন্ডগোল। প্রচুর মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন সদ্যজাত এক অদ্ভুত ধরণের শিশু পুত্রকে দেখতে। এদিন ভোরে জন্ম নেওয়া এইশিশুর শরীরে তিনটি পা ও দুটি লিঙ্গ। ঘটনাটি জানার পরেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগী, রোগীর পরিবারের সদস্যরা শিশুটিকে দেখতে ভিড় জমান। এদের থেকে খবর পেয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু মানুষও কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ছুটে যান। কাঁথি মহকুমা হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, কাঁথি-৩ ব্লকের বনমালিচট্টার গোপালপুরের অধিবাসী বাপি পালের স্ত্রী মমতা গর্ভবতী ছিলেন। বুধবার সন্ধ্যায় প্রচন্ড গর্ভ যন্ত্রণা ওঠায় তাঁকে রাতে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন তাঁদের বাড়ির লোকেরা। বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ মমতা পাল একটি পুত্র শিশুর জন্ম দেন। এই শিশুর শরীরে তিনটি পা ও দুটি যৌনাঙ্গ আছে। অদ্ভুত দর্শনের শিশু জন্মানোর কথা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তারপরেই বহু মানুষ হাসপাতালে ভিড় জমান। জানা গেছে, সদ্যজাতের ওজন ২ কেজির বেশি। প্রসবের পর মমতাদেবী সুস্থ থাকলেও শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে কলকাতায় শিশুমঙ্গল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সভা সেরে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে তিন পুলিশকর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ বুধবার ঝাড়গ্রামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর সভার নিরাপত্তার দায়িত্ব সেরে নিজের থানায় ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন কয়েকজন পুলিশ কর্মী। এদের মধ্যে তিন জনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁদেরকে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতরা হলেন, ভূপতিনগর থানার এস আই প্রণব ঘোষ, নন্দীগ্রাম থানার কনস্টেবল কৃষ্ণ দাস ও খেজুরি তালপাটি কোস্টাল থানার কনস্টেবল শম্ভু সিং। তমলুক থানা ওসি স্বপন ছাবড়ি জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর সভার নিরাপত্তার কাজের ডিউটি করতে বুধবার ঝাড়গ্রামে যাওয়া পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন থানার পুলিশ কর্মীদের বোঝাই একটি মিনিবাস এইদিন রাতে তমলুক মোড়ের কাছে পৌঁছানোর সময় উল্টোদিক থেকে আসা একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে। আচমকা ধাক্কায় মিনিবাসের ভেতরে থাকা পুলিশকর্মী বাসের ভেতরে নিজেদের আসন থেকে ছিটকে পড়েন। লরির ধাক্কায় মিনিবাসের জানালার কাঁচ ভেঙে পুলিশকর্মীদের শরীরে আঘাত করে। তমলুক থানার ওসি জানিয়েছেন, স্থানীয় মানুষেরা ঘটনাটি দেখতে পেয়ে ছুটে এসে পুলিশকর্মীদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য তমলুক জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দিলেও আঘাত গুরুতর হওয়ায় ভূপতিনগর থানার পুলিশ আধিকারিক ও নন্দীগ্রাম থানা-তালপাটি কোস্টাল থানার দুই কনস্টেবলকে চিকিৎসার জন্য জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জানা গেছে, দুর্ঘটনার পরেই অভিযুক্ত লরির চালক তার গাড়ি নিয়ে দ্রুত গতিতে মেছেদার দিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশ পিছু ধাওয়া করে লরিটিকে আটক করেছে এবং চালককে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত চালককে বৃহস্পতিবার তমলুক আদালতে হাজির করে পুলিশ।

পড়া না পারায় ছাত্রকে বেধড়ক মার গৃহশিক্ষিকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ ঠিক মত পড়া দিতে না পারায় দ্বিতীয় শ্রেণির এক ছাত্রকে বেধড়ক মারধর করল তার গৃহশিক্ষিকা। ঘটনায় গুরুতর আহত ওই ছাত্রকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দিঘার খালাসগোবরা এলাকায়। এই বিষয়ে দিঘামোহনা থানায় অভিযুক্ত গৃহশিক্ষিকা কৃষ্ণা পাত্রের নামে অভিযোগ দায়ের করেছে, প্রহৃত দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র সত্যজিৎ পাত্রের পরিবার। কয়েকবছর ধরে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের নিজের বাড়িতে পড়ান কৃষ্ণা পাত্র নামে এক শিক্ষিকা। অন্যান্যদের মত বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র সত্যজিৎ পাত্র এইদিন এই শিক্ষিকার কাছে পড়তে যায়। জানা গেছে, বারবার বোঝানোর পরেও সত্যজিৎ পড়া করতে না পারায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে কৃষ্ণাদেবী। হাতের কাছে থাকা একটি লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করে সত্যজিৎকে। এর ফলে ওই ছাত্রের পা থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। বাড়ি ফিরে সমস্ত ঘটনা জানায় ওই ছাত্র। তারপরেই সত্যজিৎকে দিঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান বাড়ির লোকেরা। কৃষ্ণা পাত্র নামে ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে দিঘা মোহনা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। যদিও এইভাবে ছাত্রকে মারা তার উচিৎ হয়নি বলে দাবি করেছেন অভিযুক্ত শিক্ষিকা।

মেচেদার পুরাতন বাজারের রাস্তা ও নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল দশা, ক্ষোভ বাসিন্দাদের

জুলফিকার আলি, মেচেদা

পূর্ব মেদিনীপুরের মেচেদা , একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। এই স্টেশনকে বলা হয় ' গেট ওয়ে অফ মেদিনীপুর।' যেখান থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। এই মেচেদা রেল স্টেশনের এবং বাসস্ট্যান্ডের কাছেই রয়েছে মেচেদা পুরাতন বাজার। প্রতিদিন এলাকার মানুষ বাদে যাতায়াতের বহু মানুষ এই বাজারটিতে কেনাকেটা করেন। তাছাড়া বাজারের পাশেই রয়েছে হলদিয়া-মেচেদা রাজ্য সড়ক এবং কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপনগরীরবও বহু মানুষ এই বাজারে আসেন কেনাকাটা করতে। রাস্তার দুই পাশেই প্রতিদিন যেমন বসে সবজি, ফল, মাছ, মাংসের দোকানসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। তেমনই রয়েছে বহু দোকান। তাছাড়া, এই এলাকার মধ্যেই রয়েছে ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিসসহ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার অফিসও। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার গুরুত্বপূর্ণ এই বাজারটি বেহাল অবস্থার মধ্যে রয়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বাজারের প্রধান পাকা রাস্তা ও নিকাশি ব্যবস্থার শোচনীয় দশার জন্যনাজেহাল হতে হচ্ছে। উল্লেখ্য, হলদিয়া-মেচেদা ৪১ নম্বর জাতীয় সড়ক হওয়ার আগে রাজ্য সড়কের তমলুক থেকে মেচেদা রেলস্টেশন ও পুরানো বাসস্ট্যান্ডে যাওয়ার পাকা রাস্তার দু'পাশে গড়ে উঠেছিল এই বাজার। জাতীয় সড়ক ও বাসস্ট্যান্ড হওয়ার পর এই এলাকার নাম হয় পুরাতন বাজার। মেচেদা জাতীয় সড়ক থেকে মেচেদা-বাঁপুর খাল পর্যন্তপ্রায় আধ কিলোমিটার এলাকা মেচেদা পুরাতন বাজারের প্রধান রাস্তা। এই রাস্তার একদিকে মেচেদা পুরাতন বাজার ও অন্যদিকে, মেচেদা ২ নম্বর মিনি মার্কেট। দুটি বাজার মিলিয়ে রয়েছে প্রায় ছয় শতাধিক দোকান। অর্থাৎ অতি গুরুত্বপূর্ণ এই দুটি বাজার খুবই বেহাল অবস্থার মধ্যে রয়েছে। বর্ষায় তো কথাই নেই। নিকাশি ব্যবস্থার শোচনীয় দশার জন্য প্রতি বছরই এই সময়টা বাজার এলাকা আরও বেহাল থাকে। এই দুরাবস্থার জন্য এলাকার বাসিন্দাদের ক্ষোভ বেড়েই চলছে, কিন্তু স্থানীয় প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই।

আত্মগোপন করে থাকা ধর্ষককে গ্রেফতার করল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, খেজুরি ঃ প্রতিবেশী এক গৃহবধূকে বাড়িতে একা পেয়ে তাঁকে ধর্ষণ করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল খেজুরি থানার পুলিশ। ধৃত সুবোধ কুমার দাস ঘটনার পর থেকে প্রায় দুই মাস আত্মগোপন করে লুকিয়েছিল। বুধবার রাতে তার সন্ধান পেয়েই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। ঘটনার বিবিরণ, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরির কণ্ঠিবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা কুমার দাস। গত ১৮ আগস্ট প্রতিবেশী এক গৃহবধূকে বাড়িতে একা দেখতে পেয়ে নানা বাহানায় তার ঘরে ঢুকে পড়ে সুবোধ। অভিযোগ, এরপরে জোর করে এই মহিলাকে ধর্ষণ করে এই ব্যক্তি। ঘটনাটি বাড়ির কাউকে কিংবা পুলিশকে জানালে খুনের হুমকিও দেয় অভিযুক্ত। তবে বাড়ির লোকেরা ফেরার পর সমস্ত ঘটনা জানায় এই গৃহবধূ। থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। তারপর থেকেই আত্মগোপন করেছিল এই অভিযুক্ত। ধৃতকে বৃহস্পতিবার কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করে পুলিশ। বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজকর্মী অপর্ণা অধিকারী প্রয়াত

অনিমেষ বেরা, নন্দীগ্রাম ঃ নন্দীগ্রামের প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজকর্মী হিসাবে পরিচিত অপর্ণা অধিকারী বৃহস্পতিবার ভোরে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। গত বুধবার থেকে তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এইদিন ভোরে নন্দীগ্রামের রেয়াপাড়ায় নিজ বাসভবনে তাঁর মৃত্যু হয়। বৈবাহিক জীবনের শুরু থেকে তাঁর স্বামী প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী অশ্বনী অধিকারীর সান্নিধ্যে এসে স্বাধীনতা আন্দোলনে পথ চলা শুরু করেন। ১৯৪২ সালে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন তিনি। এছাড়া মহিষাদলে সুশীল ধাড়া শিশুসদন শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নন্দীগ্রামে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী সতীশ সামন্ত, অজয় গিরি, রবি গিরি সকলে ওই সময়ে ওই আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন বলে জানান পরিবারের পক্ষ থেকে। রেয়াপাড়া সিদ্ধনাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী রমেন্দ্রনাথ গিরি বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের নন্দীগ্রামের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল - সবাই একই সঙ্গে এই আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। নারীশক্তি ছিল এই আন্দোলনের এক বিশাল বাহিনী এবং তখনকার পিতৃশাসিত সমাজে এটি একটি মহান ঘটনা। যেহেতু গ্রাম বাংলার এই সংগ্রামে খুবই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন তিনি। এই প্রয়াসে আজ আমরা বাংলার এমনই একজনকে হারালাম। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এই এলাকায়। দেশ হারাল এক স্বাধীনতা সংগ্রামীকে।

জেটি নির্মাণ করতে গিয়ে তলিয়ে মৃত্যু শ্রমিকের

দুর্গাপদ মিশ্র, হলদিয়া ঃ দ্রুত জাহাজ থেকে পণ্য খালাসের জন্য নির্মিয়মান জেটির নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে হুগলি নদীতে তলিয়ে গেলেন এক শ্রমিক। চারটি ট্রলার নিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে তল্লাশি চালিয়েও খোঁজ পাওয়া যায়নি সর্বেশ্বর মন্ডল নামের ওই শ্রমিকের। বৃহস্পতিবার সকালের এই দুর্ঘটনাটিকে ঘিরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা হলদিয়া বন্দরের শ্রমিকমহলে। মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা ওই নিখোঁজ শ্রমিক বন্দরের একটা ঠিকাদার সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। জলপথে পণ্য আমদানি-রপ্তানি করার জন্য হলদিয়া নদীর মাধ্যমে বহু জাহাজ হলদিয়া বন্দরে যাতায়াত করে। হলদিয়া বন্দরের জেটির সংখ্যা কম থাকায় নদীতেই জাহাজগুলিকে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ফলে পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে কোম্পানিগুলিকে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য হলদিয়া ভবনের কাছে একটি বৃহৎ আকৃতির জেটি নির্মাণের কাজ শুরু করেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। একটি বেসরকারি সংস্থা এই নির্মাণ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। দুর্ঘটনাগ্রস্থ শ্রমিক সেই সংস্থার থেকে কাজের বরাত পাওয়া একটি ঠিকাদার সংস্থায় কাজ করতেন। জানা গেছে, সকালে কাজের সময় একটি ক্রেনের সাথে অসাবধানতাবসত ধাক্কা লাগে সর্বেশ্বর মন্ডলের। এর জেরেই নদীতে পড়ে যান তিনি। ঘটনাটি জানার পরেই হলদিয়া থানার পুলিশ ওই শ্রমিককে উদ্ধারের জন্য চারটি ট্রলার নিয়ে নদীতে তল্লাশি শুরু করলেও সর্বেশ্বর মন্ডলের কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি।

জঙ্গলমহলে ফের হাতির হানা, শঙ্কায় চাষিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীকে জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রামের ডি.এফ.ও বলেছিলেন, আমাদের এলাকায় হাতি নেই। তা শুনে বিষম চটে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জবাব দেন, হাতি নেই মানে! রোজ গ্রামে ঢুকে হাতির দল ফসল খেয়ে নিচ্ছে, আর আপনি বলছেন হাতি নেই, এটা হতে পারে না। প্রশাসনিক বৈঠকে ওই কথোপকথনের কয়েকদিনের মধ্যেই লালগড়ে হানা দিয়ে হাতির দল বুঝিয়ে দিল তারা আছে, স্বমহিমাতেই জঙ্গলমহলে আছে। বুধবার রাতভর লালগড়ের বিভিন্ন গ্রামে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করেছে দলমার দলটি। ৭০ থেকে ৮০টি হাতিকে নয়াবসত রেঞ্জের দিকে তাড়ানো হয়েছিল। ঝাড়গ্রামের জঙ্গলে থাকা আরও ২৫টি হাতিকে মেদিনীপুর সদরের চাঁদড়ার দিকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু বুধবার সন্ধে হতেই ওই ২৫টি হাতির দল চাঁদড়ার দিক থেকে লালগড়ে ঢুকে পড়ে। রাঙামেটা গ্রামের ধানক্ষেতে বেশ খানিকটা ফসল নষ্ট করে দেয় হাতির পাল। এরপর গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে রাতভর হাতির দলটি করমশোল, পুণাপানি, দুর্লভপুর, তাড়কি গ্রামের ধানক্ষেতে তান্ডব চালায়। বৃহস্পতিবার ভোরে হাতির দলটি দুটি ভাগে ভাগ হয়ে তাড়কি ও রাঙামেটার জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়ে থাকে। এইদিন সন্ধে হলে হাতিগুলি ফের লোকালয়ে ঢুকে চাষের জমি নষ্ট করবে বলে মনে করছেন এলাকাবাসী।

রাঙামেটা এলাকার চাষি সঞ্জয় মাহাতো, পূর্ণাপানি গ্রামের সন্দীপ মাহাতো, ভূপেন চৌধুরি, অঞ্জন মাহাতোদের অভিযোগ, কয়েকদিন আগেই হাতির পাল এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি করেছে। ওই হাতিগুলি অন্যত্র চলে গেলেও এখন নতুন হাতির দল চলে আসায় চাষিদের মাথায় হাত পড়েছে। এক সপ্তাহ পরেই জঙ্গলমহলের মূলবাসীদের কৃষি উৎসব বাঁদনা পরব হতে চলেছে। কিন্তু হাতির তান্ডবে সকলে উদ্বিগ্ন রয়েছেন, ক্ষোভও বাড়ছে এলাকায়। রাঙামেটা গ্রামের বাসিন্দারা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বলার পরেও এলাকায় হাতি ঢোকা আটকাতে ব্যর্থ বনদফতর। মাঠের সব ফসল শেষ। আমরা কোথায় যাব? ঝাড়গ্রামের এলাকার বিধায়ক সুকুমার হাঁসদা বলেন, দ্রুত সমস্যা মেটানোর জন্য বন দফতরের সঙ্গে কথা বলছি।

মেদিনীপুরের ডি.এফ.ও রবীন্দ্রনাথ সাহা বলেন, হাতি গুলি কিছুতেই দলমায় ফিরতে চাইছে না। আমরা স্থানীয় বাসিন্দা, প্রশাসন ও এলাকার জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে হাতির পালকে দলমায় ফেরানোর চেষ্টা চালাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথবাবু আরও জানান, কেবলমাত্র লালগড় রেঞ্জে মাত্র তিনদিনের মধ্যে ক্ষতির পরিমাপ করে ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে খুব তাড়াতাড়ি।